দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 OCT 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষক নিবন্ধনের উদ্দেশ্য কী?

বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে অদ্ভুত একটি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। যার নাম হচ্ছে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা। অদ্ভুত বলছি এ কারণে যে, এটি বাংলাদেশে কর্মরত শিক্ষকদের নিবন্ধন, কোনো পরীক্ষা নয়; বরং যারা বেকারত্বের অভিশাপে বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসতে চায় তাদের সঙ্গে উপহাসমূলক একটি পরীক্ষার আয়োজন করা মাত্র। উপহাস বললাম এই কারণে, এটি কোন চাকরি পাওয়ার পরীক্ষা নয়,এই পরীক্ষায় পাস করলে চাকরির দরখাস্ত করা যাবে মাত্র। এটা বাংলাদেশের লাখ লাখ বেকারের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। অবিলম্বে এই ধরনের পরীক্ষা বাতিল করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

বেকার ছেলে-মেয়েরা সরকারি কর্মকমিশনের পরীক্ষা দেয় চাকরি পাওয়ার জন্য । হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে চাকরিও পায়। অথচ কর্মকমিশনের পরীক্ষায় যে ফি নেয়া হয় নিবন্ধন পরীক্ষায় ফি নেয়া হয় তার চেয়েও বেশি। এতো বেশি যে সেটা বেকারদের জন্য এক ধরনের শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও হয় যাপছাড়া। কে বিজ্ঞান থেকে পাস করেছে আর কে মানবিক বিভাগ থেকে পাস করেছে তার কোনো যাচাই না করে গণহারে প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্ন সব্যুর জন্য কী করে করা হয় তা বোধগম্য নয়। যে পরীক্ষার্থী মানবিক বিভাগ থেকে পাস করেছে তার পক্ষে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের জটিল অঙ্ক জানার কথা নয়। দু'-একটি অঙ্ক মুখস্ত করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যায় না। এই পরীক্ষায় বিজ্ঞানের জটিল গাণিতিক প্রশ্ন বেশি করা হয়। বিগত পরীক্ষাগুলো এর প্রমাণ দেয়। আর এই পরীক্ষায় পাস করলেই কি কেউ শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে? নিয়োগ পাবার পর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। একটি নিবন্ধন পরীক্ষা এর জন্য মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রয়োজনে বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ কমিশন বার এ ধরনের কোনো কমিশন গঠন করা যেতে পারে। যে কমিটির কাজ হবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শূন্যপদ পূরণের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা। বর্তমান যে পদ্ধতি চালু আছে তার কাজ যে কোন প্রকৃতির তা বোঝাও এক যন্ত্রণাদায়ক কাজ।

প্রশ্ন হলো, এই পরীক্ষায় পাস করলেই কি কেউ শিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে? সারা পৃথিবীতে এমন কোনো পরীক্ষা আছে বলে আমার জানা নেই যে চাকরির আবেদন করার জন্যও একটি পরীক্ষা দিতে হবে। এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বাতিল করে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিধি-বিধান প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছি। শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের পর পর্যাপ্তসংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। প্রশিক্ষণ ছাড়া কেউ ভালো শিক্ষক হতে পারবেন না। বিষয়গুলোর প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জিনাত সুলতানা ডেলা,
বটিয়া, জয়পাড়া, দোহার, ঢাকা ১৩৩০।